গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০
www.ssd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.১৬.০০১.১৭.১৯ তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪২৬
২৮ জানুয়ারি ২০২০

বিষয়: **ডিসেম্বর, ২০১৯ -এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ডিসেম্বর, ২০১৯-এর কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন ০৯.০২.২০২০ তারিখের মধ্যে হার্ডকপি সরাসরি ও সফট কপি (Nikosh font ১৩ সাইজে) ই-মেইল (admin3@ssd.gov.bd) প্রশাসন-৩ শাখায় প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

২৮-১-২০২০
মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব
ইমেইল: admin3@ssd.gov.bd

বিতরণ :
১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.ssd.gov.bd

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ডিসেম্বর, ২০১৯-এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
তারিখ ও সময় : ১৪ জানুয়ারি ২০২০, বেলা : ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা অনুযায়ী এ বিভাগের চলমান প্রকল্পসহ মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে প্রদত্ত সেবার গুণগতমান বজায় রেখে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এরপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করার জন্য যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

২। আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

	আলোচ্যসূচি	সিদ্ধান্ত	মন্তব্য
২.১	গত সভার (নভেম্বর, ২০১৯) কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।	নভেম্বর, ২০১৯-এর সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।	

ক্র.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
২.১	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ):**		
	নির্দেশনা-১ : আন্ত: সংস্থার সমন্বয়ে মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী, সেবনকারী, মজুতকারীর বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে, মাদকবিরোধী প্রচারণা ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং এ বিষয়ে সকল শ্রেণি/পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করে জনসচেতনতা বাড়াতে হবে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ডিসেম্বর, ২০১৯** (১) আলোচনা সভা — ৪৯৪টি (২) মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার — ৪৮টি (৩) মাদকবিরোধী এলইডিবিলবোর্ড — ২টি (৪) মাদকবিরোধী অভিযান — ৫৪৯৫টি (৫) মামলার সংখ্যা — ১৪৯৭টি (৬) আসামির সংখ্যা — ১৫৭২জন (৭) ডোপটেস্ট নীতিমালা প্রণয়ন — চলমান	• মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা; • সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, কৌশলগত স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডিবিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটিগুলোর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মানবদেহে মাদক গ্রহণের ফলে ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটালবিলবোর্ড বিভাগীয় কমিশনারগণের সাথে পরামর্শক্রমে জনবহুল এলাকায় স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • দেশের সকল জেলখানার প্রাঙ্গণসহ জনবহুল ও দৃশ্যমান স্থানে স্থাপিত এলইডিবিলবোর্ড-এর মাধ্যমে সার্বক্ষণিক মাদকবিরোধী বিভিন্ন শ্লোগান, টিভিসি, শর্টফিল্ম ও খন্ড নাটিকা প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা; • মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব বিষয়ে বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এ কী ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করা হচ্ছে তার পরিসংখ্যান পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারণি:

ক্র.	গৃহীত কার্যক্রম	পরিসংখ্যান
১.	আলোচনা সভা	৪৯৪টি
২.	মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার	৪৮টি
৩.	মাদকবিরোধী এলইডিবিলবোর্ড	২টি
৪.	মাদকবিরোধী অভিযান	৫৪৯৫টি
৫.	মামলার সংখ্যা	১৪৯৭টি
৬.	আসামির সংখ্যা	১৫৭২জন
৭.	ডোপটেস্ট নীতিমালা প্রণয়ন	চলমান

নির্দেশনা-২ : মাদকাসক্তদের সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে তেজগাঁওস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রকে ট্রেনিং সুবিধাসহ পূর্ণাঙ্গ নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে রূপান্তর করাসহ পর্যায়ক্রমে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষিত সকল জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে কঠোর নজরদারির মধ্যে আনতে হবে। **বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ** • বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে আর্থিক অনুদান প্রদানের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে (বাস্তবায়িত) । • ডিসেম্বর, ২০১৯-এ ১টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।	• কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করা; • মর্ডানাইজেশন অফ ডিএনসি প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা; • ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও এখনো সম্পন্ন করা হয়নি; এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের যে সকল জেলা কার্যালয়ের নিজস্ব জমি রয়েছে সেসকল কার্যালয়ে নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য দ্রুত ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করা; • ডোপ টেস্ট পকল্পের ডিপিপি দ্রুত সংশোধনপূর্বক পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; • লাইসেন্স পারমিট ফিস ও মাদক শুল্ক বিধিমালা, অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগে প্রেরণ করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৩ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। প্রশিক্ষণ একাডেমির জন্য ৫ একর জমি নির্বাচন ও ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	• ডিএনসি ও ডিআইপি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে যৌথভাবে জমি অনুসন্ধানপূর্বক জমি নির্বাচন করা; • প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান এবং মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান**
নির্দেশনা-৪ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • **এ অধিদপ্তরে ৪৯টি গাড়ি সংগ্রহের সাথে ০৭(সাত)টি অ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিজি, ডিএনসি জানান, আর কোনো অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন নেই। তাই সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত বলে গণ্য করা যায়।**	---	**বাস্তবায়িত**

২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :

নির্দেশনা-১ : সোনা /মাদক/অস্ত্র/ শিশু ও মানবপাচার এর বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রাখা। অভিযান নিম্নরূপ:	• সিসাবারসহ মাদকের বিরুদ্ধে টাস্কফোর্সের অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা; • সীসাবারসমূহ হতে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করে তা রাসায়নিক পরীক্ষাগারে যাচাইপূর্বক ফলাফল এ বিভাগে প্রেরণ অব্যাহত রাখা; • চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত বার লাইসেন্স বিষয়ে প্রাপ্ত আবেদনপত্র, পেন্ডিং ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স বিষয়ক তথ্যাদি পরবর্তী সমন্বয়সভায় উপস্থাপন করা;	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**

মাসের নাম	অভিযান সংখ্যা
অক্টোবর, ২০১৯	৫,২৮৬
নভেম্বর, ২০১৯	৫,২৮৬
ডিসেম্বর,২০১৯	৫,৪৯৫
মোট =	১৬,০৬৭

• প্রতি পাক্ষিকে সিসাবারসমূহে টাস্কফোর্সের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

	নির্দেশনা-২ : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর অধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দাবিকৃত রেশন ও ভাতার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে হবে।	...	**বাস্তবায়িত**
	নির্দেশনা-৩ : এনজিও পরিচালিত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে যাতে মাদক দ্রব্যের বিস্তার না ঘটে সেজন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ নজরদারির আওতায় আনা। • ডিসেম্বর, ২০১৯-এ ১টিসহ এ পর্যন্ত ৩২৪টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান ও ৪৫টি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করা হয়েছে।	• বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের অনুলিপি এ বিভাগের এপিএ ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : ডিসি-ডিএম সভার অনুরূপ মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে উভয় পক্ষের তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। • মিয়ানমারের সঙ্গে ৪র্থ দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	• মিয়ানমারের সাথে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠানের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা। ভারত, মিয়ানমার এর সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগপূর্বক ত্রিপক্ষীয় বৈঠকেরও উদ্যোগ গ্রহণ করা।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৫ : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।	...	**বাস্তবায়িত**
২.২	**ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :**		
	নির্দেশনা-১ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। • ১৪.১১.২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রকল্পের অংগসমূহ এবং অংগভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনা করে তা যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের জন্য আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের প্যামস্টেক উইং এর যুগ্ম-প্রধানকে আহবায়ক করে আইএমইডি, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির ১ম সভা ২৩.১২.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।	• ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধিকল্পে প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : গ্যাপ-এরিয়া এবং গ্রোথ সেন্টারসমূহে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন চালু করতে হবে। প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে লোকবলের সংস্থান রাখতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নকালে লোকবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ এমনভাবে প্রদান করতে হবে যাতে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই উহা চালু করা যায়। • ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	• দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৪টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫০টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে (ঢাকা বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প তিনটির ডিপিপি পুণর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	• আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

নির্দেশনা-৪ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বিদ্যমান পদসমূহের নাম পরিবর্তন এবং জেলা পর্যায়ের ১০ম গ্রেডের পদসমূহ ৯ম গ্রেডে উন্নীত করার বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। • সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম চলমান। • 'ফায়ারম্যান' পদের নাম পরিবর্তন করে 'ফায়ারফাইটার' নামকরণের প্রস্তাব সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৫.১১.২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-৫ : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের আওতায় স্পেশালাইজড ইউনিট গঠন করতে হবে; যানবাহনের গ্যাস সিলিন্ডার পরীক্ষাপূর্বক ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়টি বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। • Fire & Rescue Special Operation Wing (FRSOW) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য ১১.০৯.১৯ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান। • যানবাহনের ফিটনেস টেস্ট-এর সময় সিলিন্ডারের টেস্ট কার্যক্রম নিশ্চিতকরণে বিআরটিএ-কে পত্র প্রদান করা হয়েছে এবং সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে।	• প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের সমন্বয়ে স্পেশালাইজড ইউনিট গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা :		
নির্দেশনা-১ : নানা রকম দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। • পরিকল্পনা শাখা হতে ০৯.০৭.১৯ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে।	• মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স (ফেইজ-২) প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
নির্দেশনা-২ : বন্যা/দুর্যোগ মোকাবেলা এবং শিক্ষার কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে দুর্যোগ প্রবণ উপজেলায় স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্র-কাম-পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং একই প্রকৃতির এলাকার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের অর্গানোগ্রামে একটি ডুবুরি দল অন্তর্ভুক্তকরণ। • অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা অনুযায়ী ডুবুরি ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে ২৫৬টি পদ সৃজনের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা ১৪.১০.১৯ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	• অর্থ বিভাগে প্রেরিত প্রস্তাব অনুমোদনের বিষয়ে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। • প্রশিক্ষিত ৪৪ হাজার ভলান্টিয়ার নিয়ে বিভাগীয়/জেলা পর্যায়ে সমাবেশ করা, ভাতা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। • প্রতিটি জেলায় সরকারি জলাশয়/পুকুরের পানি যেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর কর্মীগণ কর্তৃক অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহার করা যায় সে জন্যে পুকুর ও জলায়শের অবস্থান অনুসন্ধানপূর্বক কোন স্টেশনের ফায়ারম্যান কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করবে তা এলাকাভিত্তিতে জরিপ করে ম্যাপিং করার দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
প্রতিশ্রুতিসমূহ ও আলোচনা :		
প্রতিশ্রুতি-১ : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্নপূর্বক জনবল নিয়োগ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-২: সিরাজগঞ্জ জেলার চৌহালী, উপজেলায় অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র স্থাপন।	• চৌহালী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা ।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৩ : ত্রিশাল, গৌরিপুর ও নান্দাইল উপজেলায় স্টেশন স্থাপন। • **ত্রিশাল- বাস্তবায়িত** • **নান্দাইল- বাস্তবায়িত** • গৌরিপুর উপজেলায় নির্মাণাধীন ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• গৌরিপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত শেষ করে চালু করার ব্যবস্থা করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৪ : সুনামগঞ্জ জেলার সকল উপজেলায় অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্র নির্মাণ। • ১৫৬ প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলার ধর্মপাশা উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৭৫% সম্পন্ন হয়েছে। • সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারা বাজার উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ২০% সম্পন্ন হয়েছে। • তাহিরপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ২৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• ধর্মপাশা, দোয়ারা বাজার ও তাহিরপুর উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৫ : বরগুনা জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নেই সে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • **বেতাগী ও বামনা-বাস্তবায়িত** • বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পূর্তকাজ ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• তালতলী উপজেলার ফায়ার স্টেশন নির্মাণের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : চাঁদপুর জেলার যে সকল উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই সেসব উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন। • চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে গত ২৬.০৮.১৯ তারিখে জমির মূল্য পরিশোধের নিমিত্ত ৩৭,৩৪,৪৯২/-টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।	• চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী (কর্তৃমারী), ভুরুঙ্গামারী, ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজীবপুর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপন প্রসঙ্গে। • ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত জমি নিয়ে মোকদ্দমা চালু হওয়ায় নতুন জমি চিহ্নিত করে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব ২০.০৩.১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। • ফুলবাড়ী উপজেলায় ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ১০০%, রাজারহাট উপজেলার ৭৫% ও রাজিবপুর উপজেলায় ৯৯% নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে।	• ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও রাজিবপুর উপজেলায় ফায়ার স্টেশনসমূহের নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা;	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর ফায়ার স্টেশন স্থাপন। • **টুঙ্গীপাড়া, কোটালীপাড়া, মকসুদপুর ফায়ার স্টেশন নির্মাণ-বাস্তবায়িত** • কাশিয়ানী ফায়ার স্টেশনের পূর্তকাজ ৫৫% সম্পন্ন হয়েছে।	• গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী উপজেলায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণকাজ দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান।**

	প্রতিশ্রুতি-৯: নারায়ণগঞ্জ সদর ও বন্দর উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনগুলো আধুনিকীকরণ করা।		**বাস্তবায়িত**
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী জেলা পরিষদের পুকুর উপজেলা পরিষদের পুকুর এবং অনান্য পুকুরের পানি অগ্নি নির্বাপণ কাজে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ব্যবহার করতে পারে সে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।		
২.৩	**কারা অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : **কারাগারসমূহের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করাসহ বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দিকে কারামুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।** • কেরাণীগঞ্জ মহিলা কারাগারের নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। শীঘ্রই বন্দি স্থানান্তর করে কারাগারের প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু করা হবে। • নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পটি ০৩.০৯.২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এখনও জিও জারী হয়নি। • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ্য কারাবন্দিদের কারামুক্তির বিষয়ে একটি কনসেপ্ট পেপার/কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য কারা অধিদপ্তকে পুনরায় অনুরোধ করা হয়েছে।	• ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ-এর সমাপ্তকৃত মহিলা কারাগারে মহিলা কারাবন্দি স্থানান্তর কার্যক্রমের আনষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করে স্থানান্তর কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে শেষ করা ; • ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার পুনর্নির্মাণ প্রকল্প, খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প, কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা; • নরসিংদী জেলা কারাগার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • বয়োবৃদ্ধ ও গুরুতর অসুস্থ কারাবন্দির মুক্তির বিষয়ে কনসেপ্ট পেপার/কৌশল পত্র প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : কারা অধিদপ্তরের অ্যাম্বুলেন্স সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	• পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি দ্রুত সংশোধন করে প্রেরণ করা। • কেন্দ্রীয় কারাগারগুলোতেও অ্যাম্বুলেন্স-এর সংস্থান রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৩ : কারা অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • পুনর্গঠিত ডিপিপি এখনো পাওয়া যায়নি।	• প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের ডিপিপি পুনর্গঠন দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-৪ : কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার নার্স ও প্যারামেডিক নিয়োগের জন্য পৃথক মেডিকেল ইউনিট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রকল্প সৃজন ও নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। • কারাগারসমূহে ১৪১টি অনুমোদিত পদের বিপরীতে ৮ জন ডাক্তার কর্মরত আছেন। • একক ডাক্তার ইউনিট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তুতকৃত Concept Paper উপর মেডিকেল ইউনিট গঠনের বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সর্বশেষ ১৭.১২.১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়।	• কারাগারসমূহে একক ডাক্তার ইউনিট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মেডিকেল ইউনিট গঠনের বিষয়ে Concept Paper প্রস্তুত কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	২০.০১.১৯ তারিখের পূর্বের নির্দেশনাসমূহ :		
	নির্দেশনা-১ : বিভিন্ন মামলায় মৃত্যুদন্ড প্রদত্ত আদেশগুলো দ্রুত কার্যকর করতে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে আলাদা সেল গঠন এবং আইন মন্ত্রণালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা। • ০১.১১.১৯ তারিখে মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামির সংখ্যা ১৮২৩ জন।	• উচ্চ আদালতে চলমান ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইন ও বিচার বিভাগের সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কমিটি**

<table>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-২: কেরাণীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তরের পর পুরাতন কারাগারের বিদ্যমান জায়গায় শীঘ্রই নতুন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।
• Demolition কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।</td><td>• পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়ন করা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান/প্রকল্প পরিচালক।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৩ : কারাবন্দিদের মধ্যে জঙ্গি সম্পৃক্ততা নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
<table>
<tr><td>মোট কারারক্ষী</td><td>প্রশিক্ষণ গ্রহণকরী</td><td>চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম</td><td>অবশিষ্ট</td></tr>
<tr><td>৮,৫০৯</td><td>২,৮৯৩</td><td>৩২০</td><td>৫,৬১৬</td></tr>
</table></td><td>• কারারক্ষীদের টেরোরিজম প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>নির্দেশনা-৪ : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গা হতে কম্বল কারখানা সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জায়গা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখতে হবে।
• সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রুল নং ৫৪৬(কন)/২০১৮ দায়ের করা হয়েছে। মামলা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।</td><td>• মামলা কার্যক্রম যথাযথভাবে মনিটর করা, তদবিরের অভাবে মামলার যেন কোন ক্ষতি না হয় সে জন্য মনিটরিং/নজরদারি অব্যাহত রাখা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">প্রতিশ্রুতিসমূহ :</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিশ্রুতি-১ : বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে মজুরি প্রদানের ব্যবস্থা করা (বাস্তবায়িত।)
• বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ হিসাবে মজুরি প্রদানের নীতিমালা প্রণয়ন চলমান।</td><td>• বন্দিদের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ৫০% লভ্যাংশ প্রদানের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।
• কয়েদিগণ কর্তৃক তাদের উৎপাদিত পণ্যের লভ্যাংশ যেন তাদের হিসাব নম্বরের বিপরীতে জমা থাকে এবং তার প্রয়োজন অনুযায়ী খরচের জন্য চেকের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করতে পারে এবং অবশিষ্ট টাকার হিসাব যেন তার কাছে থাকে সে জন্য চেকে টাকা উত্তোলনের সংস্থান রেখে নীতিমালা প্রণয়নপূর্বক দ্রুত এ বিভাগে প্রেরণ করা।.</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিশ্রুতি-২ : কারা কর্মচারীদের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুল বাস প্রদান করা হবে, প্রয়োজনে নতুন স্কুল নির্মাণ।
• গাড়ি ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে নির্বাচিত ঠিকাদারকে NOA প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই গাড়ি সরবরাহ পাওয়া যাবে।</td><td>• সরবরাহকারীর নিকট হতে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্ত মোতাবেক গাড়ি সংগ্রহ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিশ্রুতি-৩: সার্বিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে কারাগারের কর্মকর্তা সংখ্যাসহ কারা বিভাগের জনবল বৃদ্ধিকরণ।
• কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১১ ও ২০১৭ সংশোধনপূর্বক নতুন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করার জন্য প্রস্তুতকৃত খসড়া নিয়োগ বিধিমালা উপর সুরক্ষা সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ)-এর সভাপতিত্বে ১১.১১.১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</td><td>• কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রতিশ্রুতি-৪ : কেরাণীগঞ্জে কারা কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সর্বসাধারণের জন্য ২০০-২৫০ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন।
• কারা অধিদপ্তরে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলছে।</td><td>• যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ডিপিপি পুনর্গঠন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।</td><td>কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।</td></tr>
</table>

	প্রতিশ্রুতি-৫ : কারারক্ষীদের বিশেষ করে মহিলা কারারক্ষীদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করতে হবে। ● প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৭%। প্রকল্পের মেয়াদ ৬ মাস অর্থাৎ ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	● মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন সুবিধা নিশ্চিতকল্পে গৃহীত প্রকল্পের নির্মাণকাজের একেবারে শেষ পর্যায়ে। এক্ষণে উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করে এ বিভাগকে অবহিত করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৬ : কারাগারকে বন্দিশালা নয় শোধনাগারে পরিবর্তন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। ● মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা হয়েছে। ● কারাগারগুলিতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে ১৩.১০.১৯ এর মাধ্যমে সকল কারা কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটরিং করা হচ্ছে। ● এ বিভাগ হতে ০৯.০১.১৯ তারিখে কারা হাসপাতালসমূহে চিকিৎসক পদায়নের জন্য সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অনুরোধ করা হয়েছে।	● কারাগারকে বন্দিশালা নয় সংশোধনাগারে রূপান্তর কার্যক্রম অব্যাহত রাখা: ● কারাগারকে মাদকমুক্ত করতে কারাগারে যেন কোনভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া, ডিজি, ডিএনসি-এর সহায়তা গ্রহণ করা এবং মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য মাদকবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির আয়োজন অব্যাহত রাখা; ● কারাগারগুলোতে বন্দিদের মোবাইল ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা; ● বন্দিদের কাউন্সিলিং-এর জন্য মনোরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পদায়নের ব্যবস্থা করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৭ : বন্দিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ● জানুয়ারি, ২০১৮ থেকে নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ২৮টি কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগারে সর্বমোট ৩৬ হাজার ৪৬৫ জন বন্দিকে ৩৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	● কারাগারে আটক বন্দিদেরকে কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৮: কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হবে। ● **আংশিক বাস্তবায়িত।** ● কারাগারে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অত্যাধুনিকীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) চলমান আছে। উক্ত প্রকল্পের ৪৯৯৮.২৪ লক্ষ টাকার সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৯-সমাপ্ত হবে। ● কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য অবশিষ্ট ৫টি বিভাগে (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে) প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	● কারা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের জন্য ৫টি (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) বিভাগে গৃহীত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সম্পন্ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-৯ : কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দূরীকরণে মর্যাদার সামঞ্জস্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ● ইউনিফর্মড ১০ স্তরের ১৬ ক্যাটাগরি পদ এবং নন-ইউনিফর্মড ৭ স্তরের ১২ ক্যাটাগরি পদের বেতন গ্রেড উন্নীত করার সংশোধিত প্রস্তাব এবং কারা অধিদপ্তর (কর্মকর্তা ও কর্মচারি) নিয়োগ বিধিমালা-২০১১ ও ২০১৭ সংশোধন পূর্বক নতুন নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ প্রণয়ন করার জন্য প্রজ্ঞাপনসহ প্রস্তুতকৃত খসড়া নিয়োগ বিধিমালার উপর অতিরিক্ত সচিব (কারা অনুবিভাগ) মহোদয়ের সভাপতিতে ১১.১১.২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	● কারা অধিদপ্তরের সমস্ত নিয়োগবিধি (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) একীভূত করে নিয়োগ বিধিমালা-চূড়ান্তপূর্বক এ বিভাগে প্রেরণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
	প্রতিশ্রুতি-১০ : বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার জুন ২০১৫ এর মধ্যে কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা গারের অভ্যন্তরে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা কারা স্মৃতি জাদুঘর জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ	● 'ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধন)' শীর্ষক প্রকল্পটির নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার দ্রুত সকল প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান।**

	এবং জনসাধারণের জন্য মনোরম পার্ক নির্মাণ এবং কারা কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের কল্যাণে বহুতল পার্কিং সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্ট, সুইমিংপুল, ফিটনেস সেন্টার, কনভেনশন সেন্টার সুবিধাসহ কারাকল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ। • 'পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শিক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের নির্মাণকাজ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক ২৮.০৬.১৯ তারিখ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে।		
	প্রতিশ্রুতি-১১ : কারাগারে বন্দিদের আত্মীয় স্বজনের সাথে টেলিফোনে কথা বলার জন্য প্রিজন লিংক স্থাপন করা। **মোবাইল ফোনে কথা বলার পাইলট প্রকল্প স্বজন দেশের সকল কারাগারে প্রবর্তনের জন্য ৪৯৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।**	• দেশের সকল কারাগারে প্রিজন লিংক স্থাপনের প্রকল্প কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করা।	**কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/কারা অনুবিভাগ প্রধান।**
২.৪	**ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** **২০.০১.১৯ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনাসমূহ ও আলোচনা:**		
	নির্দেশনা-১ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হবে। ই-পাসপোর্ট ও ই-গেইট কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) চালু করা হবে। • ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। • বর্তমানে কমপ্লেক্সে ভূ-গর্ভস্থ বৈদ্যুতিক ৮০০ কেভিএ ক্যাবল স্থাপনের জন্য খননের অনুমতি প্রদানের জন্য রাজউক-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	• ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট (ই-টিপি) সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন এখনো সম্পন্ন হয়নি। এ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা; • ভূ-গর্ভস্থ্য বৈদ্যুতিক ৮০০ কেভিএ ক্যাবল স্থাপনের জন্য খননের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে অনুমোদন প্রদানের বিষয়ে রাজউক-এর সাথে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা। • e-Gate Software Installtion-এর অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা ।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	নির্দেশনা-২ : পিএসসির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। • কর্মচারীদের কর্মস্থলে পদায়নের পূর্বে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম চলমান।	---	**বাস্তবায়িত**
	নির্দেশনা-৩ : ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণ করা হবে। • প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণের লক্ষ্যে উপযুক্ত জায়গা নির্বাচনের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে । • রাজউকের পূর্বাচল প্রকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক প্লট চেয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	• ডিএনসি ও ডিআইপি-এর জন্য প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণকল্পে যৌথভাবে জমি অনুসন্ধান করা; • প্রশিক্ষণ একাডেমি নির্মাণের জন্য ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
	ইতিপূর্বে প্রদত্ত নির্দেশনা :		
	নির্দেশনা-১ : নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এমআরপি প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের প্রচেষ্টা জোরদার করতে হবে।	---	**বাস্তবায়িত**
	নির্দেশনা-২ : ইংল্যান্ড, ইতালি, সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কূটনৈতিক ব্যাগের মাধ্যমে এমআরপি প্রেরণ করার কথা বলা হলেও পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণ কি তা পরীক্ষা করে জরুরিভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করতে হবে। উল্লিখিত দেশসমূহে পর্যাপ্ত জনবল ও অধিক সংখ্যক প্রিন্টার মেশিন সরবরাহ করতে হবে।	---	**বাস্তবায়িত**

	নির্দেশনা-৩ : প্রক্রিয়াধীন ৮টি দেশে ১০টি অফিসের জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। অপর প্রস্তাবিত দেশগুলোর মধ্যে থেকে আপাতত ইউকে, ইউএসএ এবং ইইউভুক্ত যে কোন একটি দেশে পাসপোর্ট অফিস খোলা এবং কর্মকর্তা নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	---	**বাস্তবায়িত**
	নির্দেশনা-৪ : সারাদেশে এবং বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে MRP এবং MRV বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। ১৯টি বাংলাদেশ মিশনের মধ্যে ১০টি মিশনে পাসপোর্ট ও ভিসা কার্যক্রমের জন্য ১ম শ্রেণির ১০টি পদ সৃজন করা হবে	---	**বাস্তবায়িত**
	উদ্বোধনী কার্যক্রম	• যেসকল প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে সেগুলো উদ্বোধনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা দ্রুত সম্পন্ন করে প্রকল্পের তালিকা এ বিভাগে প্রেরণ করা। ।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

৩। তিনি অধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের সৃজনশীল কর্ম, মেধা, মননশীলতা ও উদ্ভাবনী প্রয়াসকে কাজে লাগিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৭/৭/২০

(মোঃ শহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ